

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

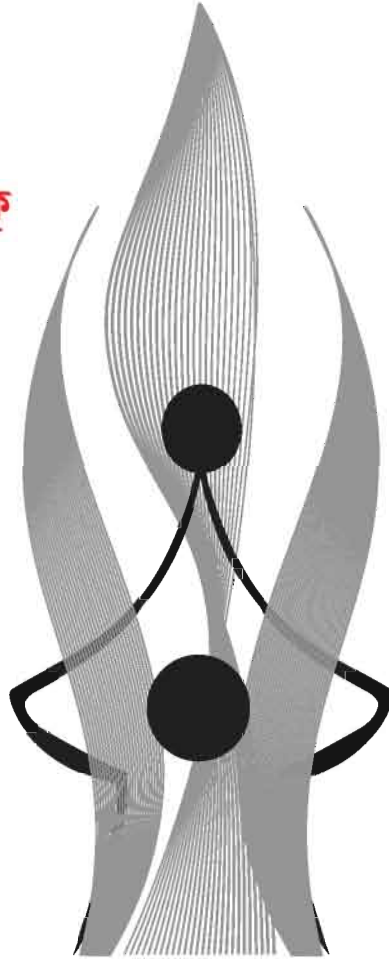
শিক্ষক নির্দেশিকা

সংগীত

প্রথম শ্রেণি

লেখক ও সম্পাদক

ফেরদৌসী রহমান
সুধীন দাস
মোঃ কামরুজ্জামান
রীনাত ফওজিয়া



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

চিত্রাঙ্কন

মোঃ আবদুল মোমেন মিল্টন

সম্পাদক

জুলেখা শারমিন

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হুনান তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনান প্রভিন্স, চায়না

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয়। 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেসব বিষয়ে জন্য শিক্ষক সংস্করণ, যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সবগুলোর জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা এবং শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়।

প্রাথমিক স্তরে সংগীত একটি আবশ্যকীয় বিষয়। সংগীত শিশু মনকে দোলা দেয়। শিশুর মানবিক গুণাবলি বিকাশের জন্য সংগীতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত এই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই। তবে প্রত্যেক শ্রেণিতে শিক্ষকের জন্য রয়েছে নির্ধারিত শিক্ষক নির্দেশিকা। নির্দেশিকায় প্রতিটি শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সংগীত, স্বরলিপি ও অন্যান্য নির্দেশনা রয়েছে। নির্দেশনায় অন্তর্ভুক্ত সংগীতগুলো শিক্ষার্থীরা আত্মস্থ করতে পারলে তাদের ভেতর দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হবে। শিশুরা দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হবে। সংগীতের শিক্ষক নির্দেশিকায় পাঠসংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, ধারাবাহিক মূল্যায়নের নির্দেশনা, নিরাময়মূলক ব্যবস্থা, ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক নির্দেশিকায় বর্ণিত পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন- এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখ্য, শিক্ষক নির্দেশিকাটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ এবং দেশের প্রথিতযশা সংগীত শিল্পীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষক নির্দেশিকাসমূহ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট সম্পন্ন করা হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক নির্দেশিকাটি প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যারা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ক্রমিক নং

বিষয়

পৃষ্ঠা

১	প্রাথমিক স্তরে সংগীতের প্রয়োজনীয়তা	১
২	শিক্ষকদের জন্য সাধারণ নির্দেশনা	৩
৩	সংগীত কি এবং মানব জীবনে সংগীতের ভূমিকা	৪
৪	স্বর পরিচয়	৫
৫	তালের ধারণা	৮
৬	গানের অংশ পরিচয়	৯
৭	সংগীত সাধক পরিচিতি	১০
৮	সংগীত বিষয়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ছবি	১৩
৯	প্রাথমিক স্তরের জন্য নির্বাচিত বিভিন্ন গানের বানী ও স্বরলিপি	১৬
১০	প্রিয় ফুল শাপলা ফুল	১৭
১১	জাতীয় সংগীত	২০
১২	শহিদ দিবসের গান	২৫
১৩	উদ্দীপণামূলক গান (রণ সংগীত)	২৮
১৪	প্রাথমিক স্তরের শিখন-শেখানো কার্যাবলি ও মূল্যায়ন (প্রথম শ্রেণি)	৩২

প্রাথমিক স্তরের সংগীতের প্রয়োজনীয়তা

গানের সুর শিশুমনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। জন্মের পর মা ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে তার সন্তানকে ঘুম পাড়ান। এতে প্রতীয়মান হয়, যে শিশুটি গানের কোনো ভাষা বা কথা বোঝে না সে শিশুটিও গানের সুরের প্রতি প্রবল ভাবে আকৃষ্ট হয়। আর সে কারণে মায়ের ঘুমপাড়ানি গানের সুর তাকে অতি সহজেই ঘুমের দেশে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। শিশুমন কোমল – গানের সুর এক দিকে যেমন তার মনকে আকর্ষণ করে, অন্যদিকে তার মনকে প্রভাবিত করে। তাই শিশুর মানবিক গুণাবলি বিকাশের জন্য সংগীত চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ কারণে প্রাথমিক স্তরের ১২টি আবশ্যিক বিষয়ের মধ্যে সংগীত বিষয়কে একটি অন্যতম আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতিপূর্বে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়নকালে সংগীত বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে তথা বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে পরিমার্জন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছিল। বর্তমান শিক্ষাক্রম পরিমার্জন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সময়ে বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর বাস্তব অবস্থা, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং এই স্তরের শিক্ষার্থীদের ধারণক্ষমতা বিশেষ বিবেচনায় রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তর থেকেই শিশুরা যাতে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, পরিবেশ ও প্রকৃতির সাথে পরিচিত হতে পারে সে বিষয়টি সামনে রেখে প্রচলিত সুরের সহজ ও সর্বজনশ্রুত সর্বমোট ১৩টি গান নির্বাচন করা হয়েছে যাতে করে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহায়তায় স্বল্প চেষ্টায় এই গানগুলো অনুশীলন করতে সমর্থ হয়।

প্রচলিত শিক্ষাক্রমে সংগীত বিষয়ের জন্য সর্বমোট ৯টি প্রান্তিক যোগ্যতা চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং এই ৯টি প্রান্তিক যোগ্যতার আওতায় মোট ৯টি গান শনাক্ত করা হয়েছিল। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম প্রক্রিয়ায় প্রচলিত ৯টি প্রান্তিক যোগ্যতার স্থলে ১০টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে শিশুদের মনে ‘কোনো কাজই ছোট নয়’ বা সব ধরনের কাজের প্রতি যাতে শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয় সে উদ্দেশ্যে শ্রমের মর্যাদা সংক্রান্ত একটি অতিরিক্ত প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করে সংযোজন করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আওতায় সংগীত বিষয়ের জন্য নির্ধারণকৃত ১০টি প্রান্তিক যোগ্যতা এবং প্রচলিত ৯টি প্রান্তিক যোগ্যতা একই রাখা হয়েছে। কারণ প্রচলিত শিক্ষাক্রমে ৯টি ও পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে ১০টি প্রান্তিক যোগ্যতা এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে এগুলোর অনুশীলনের মাধ্যমে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক চেতনার প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রতিটি গান নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত পরিচিত সুরের গানগুলো দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অনুশীলন করানো হলে সংগীতের মাধ্যমে শিশুদের মনে মাতৃভাষা, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হওয়ার পাশাপাশি দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ত্যাগের মনোভাব গঠন করতে ও দেশ গড়ার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হবে। তবে বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় প্রচলিত প্রান্তিক যোগ্যতা অনুসারে নির্বাচিত কিছু গান সংগত কারণে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং কয়েকটি গান সর্বজনশ্রুত সহজ সুরের তথা মাতৃভাষা, মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বার্তা বহন করার কারণে একই রাখা হয়েছে।

আশা করা হয়েছে যে, পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচিত গানগুলো বাস্তব অনুশীলনে সচেষ্ট হলে তা শিশুর সামগ্রিক বিকাশের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের পরিবেশকেও আনন্দময় ও আকর্ষণীয় করে তুলবে। ফলে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি পাবে এবং ঝরে পড়ার হারও বহুলাংশে কমে আসবে।

শিক্ষকদের জন্য সাধারণ নির্দেশনা

প্রতিটি পাঠ নির্ধারিত অংশে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পূর্বে শিক্ষক নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ রাখবেন :

- ১। সংগীত বিষয়ের শিক্ষক নির্দেশিকাটি শিক্ষক প্রথমে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়বেন।
- ২। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পূর্বে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেবেন। এই উদ্দেশ্যে পূর্বপ্রস্তুতির সময় পাঠটি কয়েকবার পড়বেন।
- ৩। পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক নির্দেশিকায় দওয়া নির্ধারিত অর্জনোপযোগী যোগ্যতা, শিখন-শেখানো কার্যাবলি এবং মূল্যায়ন অনুসরণ করবেন।
- ৪। শিক্ষক নির্দেশিকায় বর্ণিত ছবিকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করবেন এবং প্রয়োজনবোধে পাঠের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ও আকর্ষণীয় অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করবেন।
- ৫। যথাসম্ভব স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্নভাবে চকবোর্ডে লিখে গান অভ্যাস করাবেন।
- ৬। শিক্ষক প্রতি ক্লাসে প্রথম অথবা শেষ অংশে ১০ থেকে ১৫ মিনিট সারগাম বা তাল-ছন্দ শেখাবেন।
- ৭। প্রমিত চলিত ভাষায় কথা বলবেন। শ্রেণিকক্ষে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করবেন না।
- ৮। শুদ্ধ উচ্চারণ ও নির্ভুল ভাষার প্রয়োগ উৎসাহিত করার জন্য শিক্ষার্থীদের মৌখিক অনুশীলন করাবেন।
- ৯। গান, সুর, ছন্দ, তাল এবং অঙ্গভঙ্গি করে পরিবেশন করবেন।

সংগীত বলতে সংক্ষেপে কী বুঝায়?

মানবজীবনে সংগীত কী ধরনের ভূমিকা রাখতে সক্ষম?

সংগীত বলতে চিত্ত বিনোদনে সমর্থ স্বরসমূহের বিন্যাসের মাধ্যমে বিচিত্র ও মধুর রচনাকে বোঝায়। স্বর ও তালবদ্ধ মনোরঞ্জক রচনাকে সংগীত বলা হয়। সংগীতের পরিভাষা অনুসারে গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনের একত্র সমাবেশ হলো সংগীত। গীত, বাদ্য ও নৃত্যের আলাদা সংজ্ঞা রয়েছে। যেমন,

গীত – কথা, সুর ও তালের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করাকে গীত বলে।

বাদ্য – সুর ও তালের সাহায্যে যন্ত্রের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করাকে বাদ্য বলে।

নৃত্য – ছন্দ ও মুদ্রা সহযোগে সুললিত অঙ্গভঙ্গি দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করাকে নৃত্য বলে।

সংগীত ও মানবজীবন পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের ভিতরের প্রবৃত্তির ওপর সংগীতের প্রভাব অপরিসীম। সংগীত অনুশীলনের দ্বারা মানুষের মনের সুপ্ত ভাব জাগ্রত হয়। আবার সংগীত দ্বারাই মানুষের অনুভূতি পরিমার্জিত হয়। কুটিলতা, হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতার পাশাপাশি মনের হীন ভাবগুলো সংগীতের প্রভাবে দূর হয়; তার বদলে উদারতা মানুষের মনকে করে তোলে মহৎ। সংগীতের মাধ্যমে মানুষের কল্পনা শক্তির উন্মেষ ঘটে এবং সৃষ্টিশীলতার বিকাশ হয়। মনের সুকোমল ও সুকুমার বৃত্তিগুলোর ওপর সংগীতের প্রভাব জীবনকে করে তোলে মধুময়, জীবনে বয়ে আনে সম্পূর্ণতা।

সংগীত মানবজীবনের হাসি, কান্না, আনন্দ, বেদনা, সুখ-দুঃখে সাক্ষ্যের প্রলেপ। সংগীত সমাজের সকল স্তরে পরিব্যপ্ত। জীবনের উৎসবে সংগীত নিত্যসঙ্গী। আবেগ প্রকাশের মাধ্যম সংগীত। মানবজীবনের সামগ্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে সংগীতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংগীত মানবজীবনকে পরিশীলিত করে। এক অকৃত্রিম চেতনা জাগ্রত করে।

মানবজীবনে সংগীতের প্রভাব তাই মহামিলনের এক মহামন্ত্র।

স্বর পরিচয়:

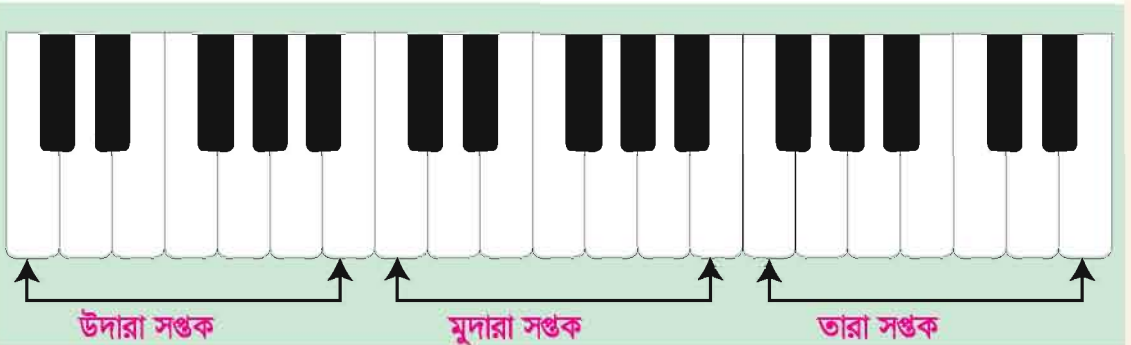
সংগীতে ব্যবহৃত ৭টি শুদ্ধ স্বরের সর্ধক্ষিপ্ত নাম সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। সংগীতের সাতটি স্বরের সর্ধক্ষিপ্ত নাম জানা ও শেখার পর শিক্ষক ক্লাসে স্বরের সম্পূর্ণ বা পুরো নাম বলবেন ও শেখাবেন। ৭টি স্বরের নাম নিম্নরূপ:

সা	=	ষড়্জ বা খরজ
রে	=	ঋষভ বা রেখাব
গা	=	গান্ধার
মা	=	মধ্যম
পা	=	পঞ্চম
ধা	=	ধৈবত
নি	=	নিষাদ বা নিখাদ

সা থেকে নি পর্যন্ত এই ৭টি শুদ্ধ স্বরকে এক কথায় ‘সপ্তক’ বলে। সংগীতে তিনটি সপ্তক রয়েছে তা হলো উদারা বা মন্দ্র, মুদারা বা মধ্য এবং তারা বা তার।

সংগীতের ৭টি শুদ্ধ স্বরের মধ্যে আবার ৫টি বিকৃত স্বর আছে। এর মধ্যে সা ও পা স্বরদুইটি বাদে ৫টি স্বর বিকৃত। সেগুলো হলো:

রে	=	ঝা
গা	=	ত্তা
মা	=	দ্দা
ধা	=	দা
নি	=	ণা

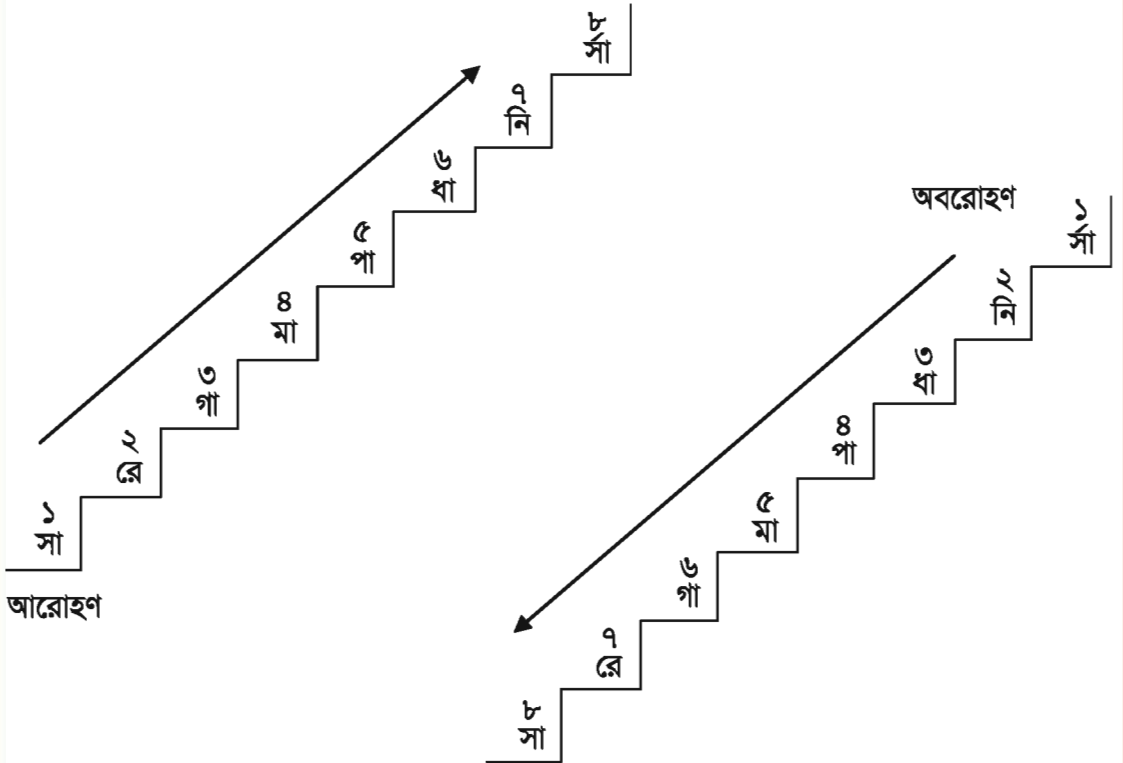


আরোহণ ও অবরোহণ :

স্বরের ক্রমান্বয়ে উর্ধ্ব গতির নাম ‘আরোহণ’। অর্থাৎ কোন স্বর থেকে পরপর উপরের দিকে যাওয়ার নাম আরোহণ। যেমন সা রে গা মা পা ধা নি সা। স্বরের ক্রমান্বয়ে নিম্ন গতির নাম ‘অবরোহণ’। অর্থাৎ উপরের স্বর থেকে পরপর নিচের দিকে যাওয়াকে অবরোহণ বলে। যেমন- সা নি ধা পা মা গা রে সা। আরোহণকে আরোহী এবং অবরোহণকে অবরোহী বলা হয়ে থাকে। নিচে আরোহণ ও অবরোহণের নমুনা দেখানো হলো :

আরোহণ – সা রে গা মা পা ধা নি সা।

অবরোহণ – সা নি ধা পা মা গা রে সা।



প্রাথমিক স্তরের জন্য নির্বাচিত গানে নিচের দুইটি তাল ব্যবহার করা হয়েছে। এই দুইটি তালের বিভক্তি ও বোল নিচে দেওয়া হলো :

কাহারবা তাল : ৪ + ৪ = ৮ মাত্রা

+					০				
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	
ধা	গে	তে	টে		না	গে	ধি	না	

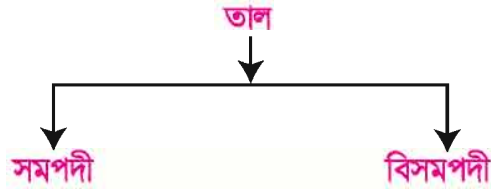
দাদুরা তাল : ৩ + ৩ = ৬ মাত্রা

+					০			
১	২	৩			৪	৫	৬	
ধা	ধি	না			না	তি	না	

তালের ধারণা এবং

প্রাথমিক স্তরের জন্য নির্বাচিত গানে ব্যবহৃত তালের বর্ণনা :

সংগীতে তাল শব্দের অর্থ হলো কাল পরিমাণ বা সময়ের মাপ। সংগীতে (গীত, বাদ্য ও নৃত্য) কাল ও ক্রিয়ার পরিমাণকে তাল বলে। তালের সমান অংশ ও ভাগকে মাত্রা বলে। কতকগুলো মাত্রার সমষ্টি নিয়ে তাল গঠিত হয়। তাল সাধারণত দুই রকম। একটি সমপদী অপরটি বিসমপদী। অর্থাৎ সমান ছন্দ বা সমমাত্রায় যে ছন্দ তা হলো সমপদী আর মাত্রা বিভাগ অসমান বা সমান না হলে তাকে বিসমপদী তাল বলা হয়।

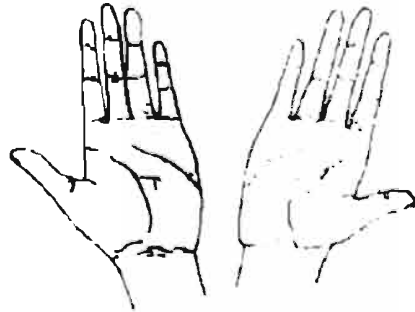


সমপদী তালের উদাহরণ : দাদরা, কাহারবা, একতাল, ত্রিতাল।

বিসমপদী তালের উদাহরণ : তেওড়া, ঝাঁপতাল, রূপক, বাম্পক।



দুই হাতের তালি



দুই হাত খোলা

তালের ছন্দ বিভাগকে তালি এবং খালি দিয়ে দেখাতে হয় – যা উপরের চিত্রে দেখানো হয়েছে।

গান কি এবং গানে ব্যবহৃত বিভিন্ন অংশের পরিচয় :

কথা, সুর ও তালের মাধ্যমে কণ্ঠের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করাকে গান বলে। গান বলতে কণ্ঠ সংগীতকে বোঝায়।

গানের অংশ :

গানের চারটি অংশ থাকে। যথা— অস্থায়ী বা স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চরী এবং আভোগ।

অস্থায়ী বা স্থায়ী : গানের প্রথম কলিকে অস্থায়ী বা স্থায়ী বলা হয়। স্থিতি অর্থে অস্থায়ী অর্থের উদ্ভব হয়েছে। গান আলাপ, গৎ প্রভৃতির আরম্ভ স্থায়ীতে। স্থায়ীর স্বরবিন্যাস মূলত মুদারা ও উদারা সপ্তকের মধ্যে হয়।

অন্তরা : গানের দ্বিতীয় কলিকে অন্তরা বলা হয়।

সঞ্চরী : গানের তৃতীয় কলিকে সঞ্চরী বলা হয়। অন্তরা ও আভোগের স্বরের মধ্যে সঞ্চরণ করে বলে গানের এই অংশের নাম সঞ্চরী দেওয়া হয়েছে।

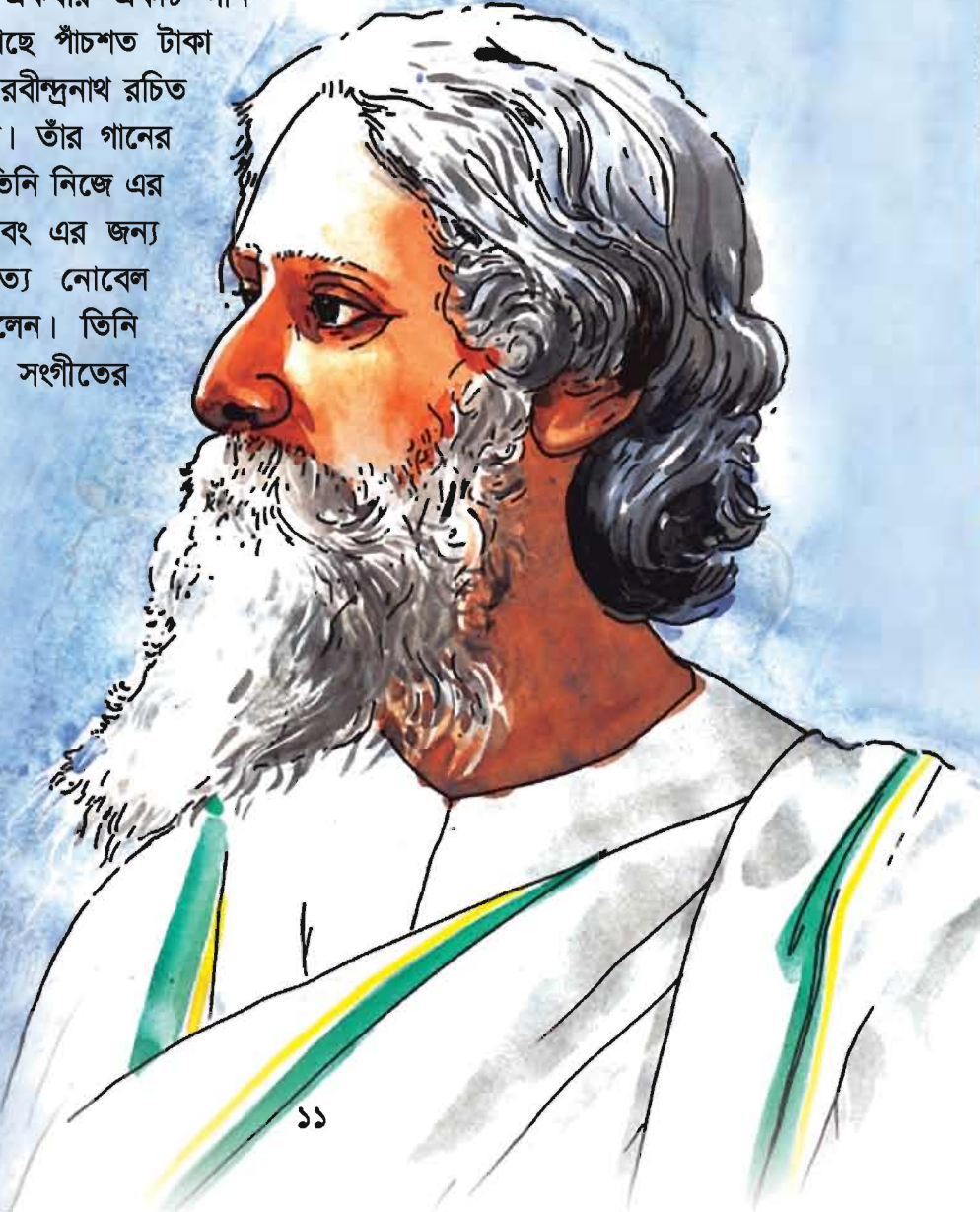
আভোগ : গানের চতুর্থ কলিকে আভোগ বলা হয়। আভোগ গানের শেষ কলি। আভোগের স্বর বিন্যাস অনেকটা অন্তরার মতো।



সংগীত জগতের কতিপয় সুর সাধকের ছবি

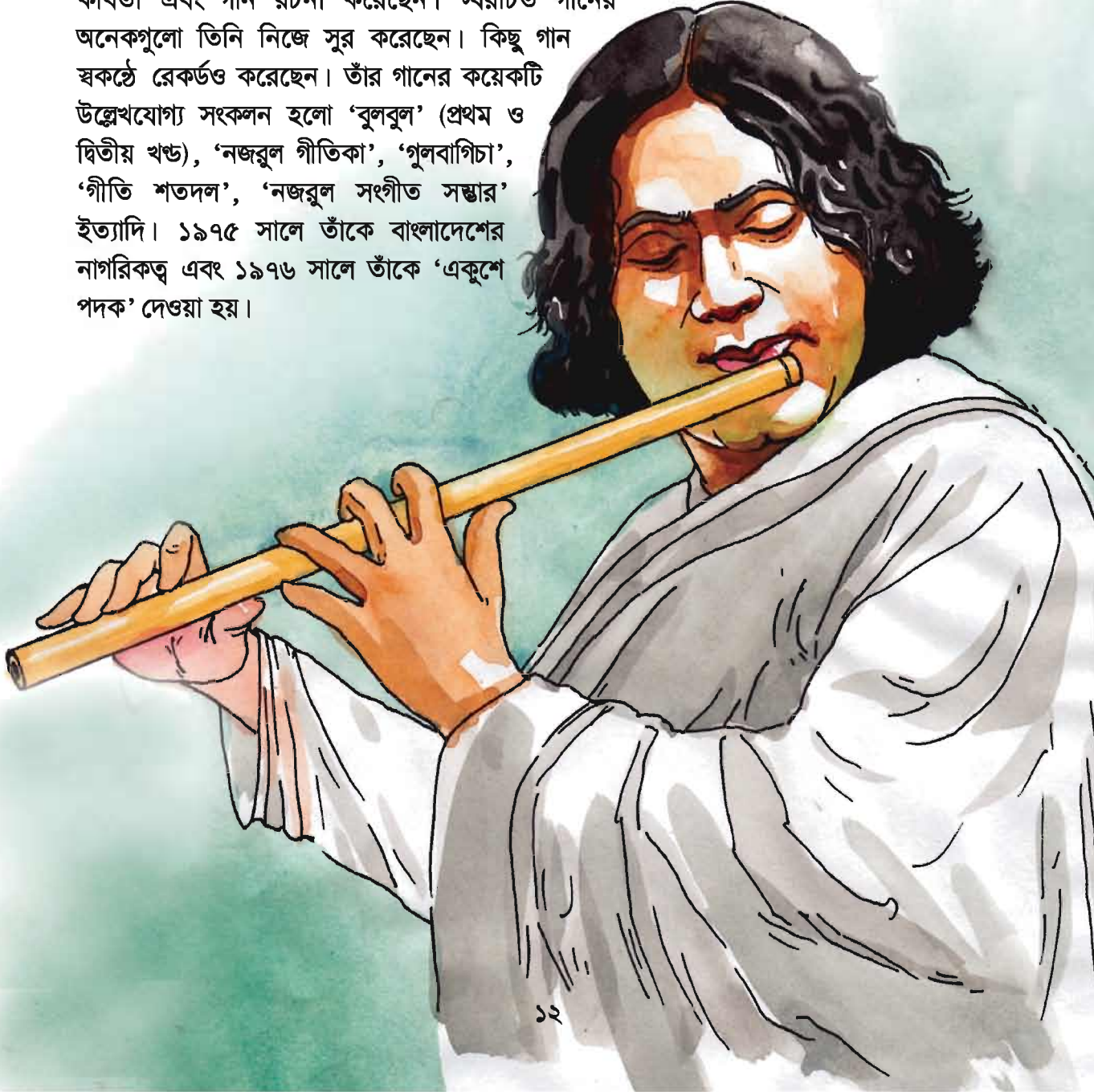
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

কলকাতার জোড়াসাঁকোতে সম্ভ্রান্ত ঠাকুর পরিবারে জমিদার বংশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। তিনি বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার ও নাট্যকার শুধু ছিলেন না, একই সাথে ছিলেন দার্শনিক এবং সংগীত রচয়িতা, সুরস্রষ্টা এবং গায়ক। পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত সংস্কৃতিবান ব্যক্তি ছিলেন। পারিবারিক পরিবেশে তিনি কিশোর বয়স থেকে কবিতা লেখা শুরু করেন। তাঁর গানের গলাও ছিল ভালো। পিতা ভালো শিক্ষক রেখে গান শেখার সুব্যবস্থা করেছিলেন। শুধু তাই নয় পুত্রদের জন্য তিনি পুরস্কারের ব্যবস্থাও করতেন। রবীন্দ্রনাথ একবার একটি গান রচনা করে পিতার কাছে পাঁচশত টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ রচিত গানের সংখ্যা ২২৩২টি। তাঁর গানের সংকলন ‘গীতাঞ্জলি’। তিনি নিজে এর অনুবাদ করেছিলেন এবং এর জন্য ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা।



বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

বাংলাদেশের জাতীয় কবি এবং বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি ‘লেটো’ গানের দলে প্রবেশ করেন। দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় সেনাবাহিনীতে হাবিলদার পদে যোগ দিয়ে যুদ্ধে চলে যান। ঐ সময় থেকে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। ৪২ বছর বয়সে অসুস্থ হয়ে বাকবুদ্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত সমানতালে কবিতা এবং গান রচনা করেছেন। স্বরচিত গানের অনেকগুলো তিনি নিজে সুর করেছেন। কিছু গান স্বকণ্ঠে রেকর্ডও করেছেন। তাঁর গানের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংকলন হলো ‘বুলবুল’ (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড), ‘নজরুল গীতিকা’, ‘গুলবাগিচা’, ‘গীতি শতদল’, ‘নজরুল সংগীত সম্ভার’ ইত্যাদি। ১৯৭৫ সালে তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব এবং ১৯৭৬ সালে তাঁকে ‘একুশে পদক’ দেওয়া হয়।





সংগীত বিষয়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ছবি

হারমোনিয়াম

হারমোনিয়াম একটা চৌকোনা বাজের মতো যন্ত্র। এর সামনের অংশ হচ্ছে কি-বোর্ড। এখানে অনেকগুলো চাবি বা রিড সাজানো থাকে। পেছনের অংশ বেলা করে ভেতরে বাতাস প্রবেশ করানো হয়। বাঁ হাতে বেলা করে এবং ডান হাতের আঙুল দিয়ে চাবি চেপে হারমোনিয়াম বাজাতে হয়।



তবলা বাঁয়া

তবলা আর বাঁয়া দুইটি যন্ত্র একসাথে বাজানো হয়ে থাকে। সাধারণত ডান হাতে তবলা আর বাঁ হাতে বাঁয়া বাজানো হয়ে থাকে। তবলার আকার বাঁয়ার চেয়ে কিছুটা ছোট। এটি কাঠের তৈরি। বাঁয়া মাটি দিয়ে অথবা পিতল দিয়ে তৈরি হয়। দুইটিরই মুখে চামড়ার ছাউনি থাকে। ছাউনির মাঝখানে গাব লাগানো হয়।





প্রাথমিক স্তরের জন্য নির্বাচিত বিভিন্ন গানের বাণী ও স্বরলিপি

ছড়া গান

কথা : নজরুল ইসলাম বাবু
সুর : খন্দকার নুরুল ইসলাম
তাল : কাহারবা

ছড়া গান ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অতি সহজেই আকর্ষণ করে। শিক্ষার্থীরাও খুব তাড়াতাড়ি ছড়া গান শিখতে ও আয়ত্ত্ব করতে পারে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গ্রহণ ও ধারণ ক্ষমতার কথা মনে রেখেই এই সহজ ও সুন্দর ছড়া গানটি প্রথম শ্রেণির শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই ছড়া গানটিতে আমাদের মাতৃভাষা, জাতীয় পতাকা, জাতীয় ফল, ফুল, মাছ ও পশুর কথা বলা হয়েছে। সে দিক থেকে এই গানটিকে একটি দেশাত্মবোধক গানও বলা চলে। শিক্ষার্থীরা এই গানটির মাধ্যমে আমাদের ভাষা, জাতীয় পতাকা, জাতীয় ফল, ফুল, মাছ ও পশুর কথা জানতে পারবে। এই গানটি ৪ + ৪ = ৮ মাত্রার কাহারবা তালে নিবন্ধ।

উচ্চারণগুলো ঠিকমতো হচ্ছে কিনা, তা শুধরে দিতে হবে। ফুল, ফল উচ্চারণে ‘ফ’ বলতে দুইটি ঠোট মিলাতে হবে। উপরের দাঁত দিয়ে নিচের ঠোট ঝুলে উচ্চারণ ভুল হবে।

প্রিয় ফুল শাপলা ফুল
প্রিয় দেশ বাংলাদেশ।
প্রিয় ভাষা বাংলা ভাষা
মায়ের কথার মিষ্টি রেশ ॥

প্রিয় পাখি দোয়েল পাখি
প্রিয় সবুজ লাল,
আরও প্রিয় জষ্ঠী মাসের
সুবাসী কাঁঠাল।
মাঠে রাখালিয়া বাঁশি
ভোলায় যত দুঃখ ক্লেশ ॥

শিক্ষক নির্দেশিকা

প্রিয় নদী পদ্মা নদী
প্রিয় ইলিশ মাছ,
সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল
আর সুন্দরী গাছ।
চির সবুজ আমার দেশের
রূপের যেন নেইকো শেষ ॥

II { সা -১ সা -১ | সা -১ -১ ধা -১ I সা -১ সা -১ | রগা গা -১ -১ I
প্রি ০ য় ০ | ফু ০ ০ ল শা প লা ০ | ফু ০ ০ ল ০

I সা -১ গা -১ | রা -১ -১ -১ I সা -১ সা -১ | সা -১ -১ -১ I
প্রি ০ য় ০ | দে ০ ০ শ বা ১ লা ০ | দে ০ ০ শ

I সা -১ সা -১ রসা | সা গা গা -১ I ধা -১ -১ ধগা | ধা -পা পা -১ I
প্রি ০ য় ০০ | ভা ০ বা ০ বা ১ ০ লা ০০ | ভা ০ বা ০

I মা পা পা -১ | ধা সা সা -১ I রা -১ -১ রগরা | সা -১ -১ -১ I
মা ০ য়ে র | ক ০ থা র মি ০ ষ্ টি ০০ | রে ০ শ ০

II { মা -পা পা ধপা | মা -১ গা -১ I মা -১ -১ ধপা | পা -১ পা -১ I
১. প্রি ০ য় ০০ | পা ০ থি ০ দো ০ য়ে ল ০ | পা ০ থি ০
২. প্রি ০ য় ০০ | ন ০ দী ০ প ০ দ্ দা ন ০ দী ০

I মা -পা পা -ধপা | মা -১ গা মা I মা -রা -১ -১ | -১ -১ -১ -১ I
প্রি ০ য় ০০ | স ০ রু জ্ লা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ল
প্রি ০ য় ০০ | ই ০ লি শ মা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ছ

শিক্ষক নির্দেশিকা

I রা-না না-া | সা-রা রা-গরা I রা-না-া না | সা-রা রা-া I
 আ ০ রো ০ | প্রি ০ য় ০০ জ ০ ষ্ ঠী | মা ০ সে র
 সু ন্ দ র ব ০ নে ০র র ০ য়ে ল্ বে ঙ্ গ ল্

I স্‌রা-া রা-পা | পা-মা মা-পমা I গা-া-া-া | -া-া-া-া I
 সু ০ বা ০ | সী ০ কা ০০ ঠা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ল
 আ র্ সু ন্ দ ০ রী ০০ গা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ছ্

I গা-া পা-া | ধা-া না-া I স্‌রা-া না-া | ধপা-া পা-া I
 মা ০ ঠে ০ | রা ০ খা ০ লি ০ য়া ০ | বা ০ ০ শি ০
 চি ০ র ০ স ০ রু জ্ আ ০ মা র্ দে ০ শে র

I স্‌রা-া রা-া | রা-া গা-া I স্‌গা-া-া পমা | মা-া-া-া I
 ভো ০ লা য় | য ০ তো ০ দু ০ থ্ খো ০ | ক্রে ০ শ্ ০
 রূ ০ পে র যে ০ ন ০ নে ০ ই কো ০ শে ০ য ০

I প্‌-া প্‌-া | ধা-সা সা-া I রা-া-া গরা | সা-া-া-া II II
 ভো ০ লা য় | য ০ তো ০ দু ০ থ্ খো ০ | কে ০ শ্ ০
 রূ ০ পে র যে ০ ন ০ নে ০ ই কো ০ শে ০ য ০

জাতীয় সংগীত

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তাল : দাদরা

পূর্ব বাংলার নাম এক সময় পান্টিয়ে রাখা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। এদেশের মানুষের অন্তর কেঁদে উঠেছিল প্রিয় বাংলাদেশের নাম নিয়ে এই টানা হেঁচড়ায়। তাই আন্দোলনের সময় আপন সত্তাকে স্বরণ করে মিছিলে মানুষের গলায় গান বেজে উঠল ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’। দেশাঅবোধক গানের অনুষ্ঠানে গাওয়া হতো এই গান, সভা সমিতিতে এই গান গাওয়া তখন রেওয়াজ হয়ে উঠলো। তারপর, স্বাধীনতা যুদ্ধে এই গান হলো বাংলাদেশের মানুষের প্রেরণার উৎস। তারই ফলে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে সাব্যস্ত হলো এই গানখানি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এই গানটিতে এদেশের মানুষের অন্তরের কথা স্থান পেয়েছে। আর এই গানের সুরে মিশে আছে বাংলাদেশের এক বাউল গানের সুর। ‘আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে’ গানটি গেয়ে চিঠি বিলি করত শিলাইদহ এলাকার ডাকঘরের গগন হরকরা। এ গানের সুরে মোহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ সুরের আদর্শে ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’ – দেশপ্রেমের এই গানটি বাঁধলেন। বাংলাদেশের প্রকৃতির বর্ণনা বাউল সুরের আকুল টানে দেশের জন্য ভালোবাসার আবেগে ভরে উঠেছে।

অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে জাতীয় সংগীত গাইতে হয়, এ কথাগুলো শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলতে হবে। এই গানটি গাইবার সময় হাত-পা নাড়ানো বা শরীর দুলানো চলবে না। মধ্যম লয়ের এই গানটি ৩ + ৩ = ৬ মাত্রার দাদরা তালে নিবদ্ধ।

জাতীয় সংগীত গাইবার সময় ‘বাঁশি’ আর ‘আঁচল’ শব্দের চন্দ্রবিন্দু উচ্চারণ, ফাগুনের ‘ফ’ এবং ‘দেখেছি’, ‘বিছায়েছ’ বলতে ‘ছ’-য়ের ঠিক উচ্চারণ করার দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥

ওমা, ফাগুনে তোর আমার বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হয় হয়রে -
ওমা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কি দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ কী মায়া গো
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে কূলে।

মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হয় হয়রে -
মা তোর বদনখানি মলিন হলে,
ওমা, আমি নয়ন জলে ভাসি ॥

মা পা II গা মা -গমগা | রা -সা -রসা I স্গা -ধা -া | -া ধা গা I
আ মার সো না ০০রু | বা ০ ০ঙ লা ০ ০ | ০ আ মি

I সা সরা -গমা | -গমগা রসা রসা I গা সা -া | -রা -া -রগ রা I
তো মা ০ ০০ | ০০য় ভা ০ লো ০ বা সি ০ | ০ ০ ০

I -সা -া সা | সা সা -া I রমা মা -া | পা পা -া I
০ ০ চি | র দি ন্ তো ০ মা র্ | আ কা ০

I -া -া সা | সা সা -া I রমা মা -া | পা পা -মা I
০ শ্ চি | র দি ন্ তো ০ মা র্ | আ কা শ্

শিক্ষক নির্দেশিকা

I পা পা -ধণা | ধা পা -মা I পা পা -ধণা | ^১ধা পা -া I
তো মা ০র বা তা স আ মা ০র প্রাণে ০

I -া -া -া | -া ^১সাঁ সঁরা I ^১সাঁ গা -া | ধা পা -ধা I
০ ০ ০ | ০ ও মা ০ আ মা র প্রাণে ০

I মপা ^১গা -া | মা গমা -পা II
বা ০ জা য় বা শি ০ ০

-া -া মা গা II (মা ধা -া | ধা ধা -না I সাঁ সাঁ -রঁগা | রা সাঁ -রঁসা I
০ ০ ও মা ফা গু ০ | নে তো র আ মে ০র ব নে ০০

I না সাঁ নধা | -া ধা না I না সাঁ -া | -রা -সঁরঁগা -রা I
ছাণে ০০ | ০ পা গ্ল ক রে ০ | ০ ০০০ ০

I-সাঁ -া -া | -া (না না I না -া -া | সাঁ -া -া I
০ ০ ০ | ০ ম রি হা ০ ০ | ০ ০ য়

I নসাঁ -নরা সাঁ | গা ধা -পমা) I না না | না -সাঁ সাঁ | সাঁ সাঁ -রা I
হা ০ ০য় রে | ও মা ০০ ও মা | অ ০ ছা | ণে তো র

I গঁসা গা -া | ধা পা -মা I পা -গা গা | ধা পা -া I
ভ ০ রা ০ | ক্ষে তে ০ কী ০ দে | খে ছি ০

I -া -া -া | -া সাঁ সঁরা I গঁরা -া গা | ধা পা -ধা I
০ ০ ০ | ০ আ মি ০ কী ০ ০ দে | খে ছি ০

I মপা মগা -ৱা | মা গমা -পা II
ম০ ধু র | হা সি০ ০

II -ৱা -ৱা সা | সা রসা -গা I গা -ৱা সরা | সা গ্ধা -ৱা I
০ ০ কী | শো ভা০ ০ কী ০ ছা০ | যা গো০ ০

I -ৱা -ৱা ধা | ধা ধা -গা I সা -গা গা | গা গমা -পা I
০ ০ কী | স্নে হ ০ কী ০ মা | যা গো০ ০

I-মপমা -গা গমা | গা রসা -রা I গা গা -ৱা | মা পা -ধপা I
০০০ ০ কী০ | আ চ০ ল্ বি ছা ০ | যে ছ ০০

I মা গা -রসা | সা গা -ৱা I গা মা -গা | রা সা -রসা I
ব টে ০০ | মু লে ০ ন দী র্ ক্ লে ০০

I গা সা -ৱা | -রা -সরগা -রা I -সা -ৱা -ৱা | -ৱা মা গা I
ক্ লে ০ | ০ ০০০ ০ ০ ০ ০ | ০ মা মা তোর্

II{ মা ধা -ৱা | ধা ধা -না I সা সা -রগা | রা সা -রসা I
মু থে র্ বা গী ০ আ মা ০০ | কা নে ০০

I না সা -নধা | -ৱা ধা না I না সা -ৱা | -রা -সরগা -রা I
লা গে ০০ | ০ সু ধা০ ম তো ০ | ০ ০০০ ০

I -সা -ৱা -ৱা | -ৱা (না না I না -ৱা -ৱা | -সা -ৱা -ৱা I
০ ০ ০ | ০ ম রি হা ০ ০ | ০ ০ য়

I নর্সা -নর্সা সা | গা ধা -পমা}} I না না | না না সা | সা সা -রা I
হা০ ০য় রে | মা তো ০র্ মা তোর্ | ব দ ন্ | খা নি ০

I গর্সা গা -া | ধা পা -মা I পা পা -ধগা | গধা পা -া I
ম০ লি ন্ | হ লে ০ আ মি ০০ | ন০ য় ০

I -া -া -া | -া সা সর্সা I গর্সা গা -া | ধা পা -ধা I
০ ০ ০ | ন্ ও মা০ আ০ মি ০ | ন য় ন্

I মপা ম্গা -া | মা গমা -পা II II
জ০ লে ০ | ভা সি০ ০

শহিদ দিবসের গান

কথা : আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী

সুর : শহিদ আলতাফ মাহমুদ

তাল : দাদরা

বাঙালি মায়ের মুখের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে শহিদ বরকত, সালাম, জব্বার, রফিক ঢাকার রাজপথে বুকের রক্ত ঢেলেছিল। তাদের সেই আন্দোলন আর আত্মত্যাগের ফলে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার সম্মান আদায় করে নিতে পেরেছিল। আজকের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পিছনে আছে সেদিনের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের শহিদদের দেশপ্রেম। আজো আমরা প্রতি বছর ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখে স্মরণ করি সেই ভাইদের। স্মরণ করি আমাদের মায়ের শোকের অশ্রুধোয়া ঐ দিনটিকে। বাংলাভাষা প্রেমিক ভাইদের রক্তে রঞ্জিত এই একুশে ফেব্রুয়ারি চিরস্মরণীয়। বছর বছর সেই দিন আমাদের কাছে নুতন হয়ে ফিরে আসে স্বজন হারানোর শোক বহন করে। বাংলাভাষার প্রতি ভালোবাসার অমর স্মৃতি হয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর একটি কবিতার কয়েকটি ছত্র নিয়ে রচিত হয়েছে এই গানটি। আরও খানিকটা অংশও সুরে গাওয়া হয়। কিন্তু এখানে যে চরণ দেওয়া হয়েছে, সেটুকুই ফিরে ফিরে গাওয়া হয় একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরী আর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। এ গানে সুর দিয়েছিলেন শহিদ আলতাফ মাহমুদ। তিনিও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়ে চিরতরে নিখোঁজ হয়ে যান।

আমাদের জাতীয় সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত এই গানটি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জানা উচিত। গানটি শোকের কান্নার মতো একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে প্রাণিত করে। ধীর লয়ের এই গানটি ৩ + ৩ = ৬ মাত্রার দাদরা তালে নিবদ্ধ।

ফেব্রুয়ারি উচ্চারণে ইংরেজি ‘f’-এর উচ্চারণ বজায় রাখা হয়। ‘রাঙানো’ শব্দটিকে ‘রাংগানো’ বলা হয় না। গানের বাণীতে ‘ভ’, ‘ছ’, ‘ড়’ ধ্বনিগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণ করার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে।

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি ॥

ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি ॥

আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি ॥

II { গা গা -১ | গা গা -১ I গা -মরা রসা | সধা ধপা প্ণ I
আ মা র | ভাই যে র র ০ক্ তে০ | রা০ ঙা০ নো

I প্ণ প্ণ রা | রা -১ গরসা I রগা গা -১ | -১ -১ -১ I
এ কু০ শে | ফে ব বু০০ যা০ রি ০ | ০ ০ ০

I প্ণ প্ণ গরা | রা রা রগা I রসা -১ -১ | সা -১ -১ } II
আ মি০ কি০ | ভু লি তে০ পা০ ০ ০ | রি ০ ০

II { রমা মা মা | মা মা মা I মপা পধাঃ -গঃ | গা -১ গা I
ছে০ লে হা | রা শ ত মা০ য়ে০ র্ অ শ্ বু

I গা গমা রা | রা -১ সন্না I ন্ণ রা রা -১ | -১ -১ -১ I
গ ড়া০ এ | ফে ব বু০ যা০ রি ০ | ০ ০ ০

I প্ণ প্ণ গরা | রা রা রগা I রসা -১ -১ | সা -১ -১ } II
আ মি০ কি০ | ভু লি তে০ পা০ ০ ০ | রি ০ ০

শিক্ষক নির্দেশিকা

II গপা পা -৷ | পধা পা -৷ I পধা পা -৷ | পধা -গা গা I
আ০ মা র | সো০ না র দে০ শে র | র০ ক্ তে

I মধা ধা ধা | ধা -৷ নধপা I ধনা না -৷ | -৷ -৷ -৷ I
রা০ ঙা নো | ফে ব বু০০ যা০ রি ০ | ০ ০ ০

I না না না | না নর্সা ধা I নর্সা সর্সা -৷ | -৷ -৷ -৷ II II
আ মি কি | ভু লি০ তে পা০ রি ০ | ০ ০ ০

II গপা পা -া | পধা পা -া I পধা পা -া | পধা -গা গা I
আ০ মা র | সো০ না র দে০ শে র | র০ ক্ তে

I মধা ধা ধা | ধা -া নধপা I ধনা না -া | -া -া -া I
রা০ ঙা নো | ফে ব বু০০ যা০ রি ০ | ০ ০ ০

I না না না | না নর্সা ধা I নর্সা সর্সা -া | -া -া -া II II
আ মি কি | ভু লি০ তে পা০ রি ০ | ০ ০ ০

উদ্দীপনামূলক গান (রণ সংগীত)

কথা ও সুর : কাজী নজরুল ইসলাম

তাল : দাদরা

একাত্তর সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এই গানখানিকে রণ সংগীত হিসেবে গ্রহণ করেন। মার্চের সুরে সৈনিকদের পা ফেলবার তালে তালে গানখানি বাঁধা। সহজ তালের এই গানটি গাইতে হবে দৃষ্ট চণ্ডে। তরুণদের জয়যাত্রার গান গাইবার জন্য উচ্চারণে বলিষ্ঠতা আর ছন্দের ঝোঁকে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার চেষ্টা থাকতে হবে। জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে সকল বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করে অগ্রসর হবার শপথে পূর্ণ এই গানটির পদক্ষেপ।

গানটি শেখানোর পর স্কুলের মাঠে ছাত্র-ছাত্রীদের সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করিয়ে তালে তালে পা ফেলে গানটি গাওয়ানোর চেষ্টা করতে হবে। প্রথমে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তালে তালে গানটি গেয়ে তারপর মার্চ করে মাঠ পরিক্রমা করে গাইলে গানটির ভিতরের বলিষ্ঠতা শিক্ষার্থীরা অনুভব করতে পারবে। তালটিও ভালোভাবে রপ্ত হবে। এই গানটি ৩ + ৩ = ৬ মাত্রার দাদরা তালে নিবদ্ধ।

এই গানটিতে ‘আঘাত’, ‘প্রভাত’, ‘বাধার বিন্দ্যচল’, ‘ভাঙরে ভাঙ’ অংশগুলোর ‘ঘ’, ‘ভ’ ও ‘ধ’ ধ্বনিগুলোকে যেন কিছুতেই ‘দ’, ‘ব’, ‘দ’ বলা না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। ‘মহাশয়ান’ শব্দের ‘শ্চ’ উচ্চারণে একই সঙ্গে নাক আর মুখ দিয়ে বাতাস বের করে ‘শ’ বলতে হবে। ‘আহবান’ শব্দটি ‘আওভান’ উচ্চারণ করতে হবে। ‘ভ’ এর উচ্চারণ এখানে ইংরেজি ‘V’এর মতো।

চল্ চল্ চল্ উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী তল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্ ॥

উষার দুয়ারে হানি আঘাত
 আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
 আমরা টুটাব তিমির রাত, বাধার কিস্কিয়াচল
 নব নবীনের গাহিয়া গান
 সজীব করিব মহাশয়ান
 আমরা দানিব নুতন প্রাণ
 বাহুতে নবীন বল্

চল্‌রে নওজোয়ান, শোন্‌রে পাতিয়া কান্
 মৃত্যু তোরণ দুয়ারে দুয়ারে জীবনের আহবান।
 ভাঙ্‌রে ভাঙ্‌ আগল্
 চল্‌রে চল্‌রে চল্
 চল্‌রে চল্‌রে চল্ ॥

II প্‌সা -৷ -৷ | প্‌সা -৷ -৷ I প্‌সা -৷ -৷ | -৷ -৷ -৷ I
 চ০ ০ ল্ চ০ ০ ল্ চ০ ০ ল্ ০ ০ ০

I সা -গা গা | সা গা গা I সা গা গা | মা -৷ গা I
 উ ০ ধ্ গ গ নে বা জে মা দ ০ ল

I ন্‌ রা রা | ন্‌ রা রা I ন্‌ রা রা | গা -সা -৷ I
 নি ম্ নে উ ত লা ধ্ র নী ত ০ ল

I সা গা গা | সা গা গা I গা গা মা | পা -৷ -৷ I
 অ বু ণ্ প্রা তে র্ ত বু ণ্ দ ০ ল

I ধা -পা মা | গা -রা গা I সা -৷ -৷ | -৷ -৷ -৷ II
 চ ল্ রে চ ল্ রে চ ০ ০ ০ ০ ০ ল

II	সাঁ উ	সাঁ ষা	। র		সাঁ দু	সাঁ য়া	সাঁ I রে	না হা	না নি	গা আ	না ঘা	-ধা ০	-। I ত
I	ধা আ	ধা ম	দা রা		ধা আ	ধা নি	দা I ব	ধা রা	ধা ঙা	দা প্র	ধা ভা	-নধা ০০	-। I ত
I	পা আ	পা ম	দ্ধা রা		পা টু	পা টা	দ্ধা I ব	পা তি	পা মি	দ্ধা র	ধপা রা ০	-দ্ধপা ০০	-। I ত্
I	মা বা	গা ধা	-রা র		গা বি	-পা ন্	মা I ধ্যা	গা চ	-। ০	-। ০	-। ০	-। ০	-। I ল্
I	মা ন	মা ব	মা ন		মা বী	মা নে	-। I র্	মা গা	মা হি	মা য়া	মা গা	-। ০	-। I ন
I	গা স	গা জী	-পা ব		মা ক	গা রি	গা I ব	গা ম	গা হা	গা শ্ব	গা শা	-। ০	-। I ন
I	গা আ	মা ম	গা রা		রা দা	রা নি	রা I ব	রা ন	রা তু	ঝা ন	গরা প্রা ০	-। ০	-। I ণ
I	পা বা	ধা হু	না তে		সা ন	গা বী	রা I ন	সা ব	-। ০	-। ০	-। ০	-। ০	-। ০ (-মা) I ল্
I	সাঁ চ	-গা ল্	রা রে		সাঁ নৌ	-। ০	না I জো	সাঁ য়া	-। ০	-। ০	-। ০	-। ০	না I ন্

I না -১ গা | না না গা I না -১ -১ | -১ -১ (-সাঁ) I
শো ন্ রে | পা তি যা কা ০ ০ | ০ ০ ন্

I সাঁ -১ সাঁ | ধা ধা ধা I রী সাঁ সাঁ | ধা পা পা I
ম্ ০ তু | তো র ণ্ দু যা রে | দু যা রে

I গা পা গা | -রা রা -১ I সা -১ -১ | -১ -১ -মা I
জী ব নে | র্ আ ০ হবা ০ ০ | ০ ০ ন্

I মা -১ মা | মা -১ মা I মা -১ -১ | -১ -১ -১ I
ভা ঙ্ রে | ভা ঙ্ আ গ ০ ০ | ০ ০ ল্

I (গা -১ গা | রা -১ পা I সা -১ -১ | -১ -১ -মা) I
চ ল্ রে | চ ল্ রে চ ০ ০ | ০ ০ ল্

I গা -১ গা | রা -১ রা I সা -১ -১ | -১ -১ -১ II
চ ল্ রে | চ ল্ রে চ ০ ০ | ০ ০ ল্

প্রাথমিক স্তরের শিখন-শেখানো কার্যাবলি ও মূল্যায়ন

প্রথম শ্রেণি

ସ୍ବପ୍ନା

বিষয়ভিত্তিক প্রাঙ্গিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনক্ষ	শিখন-শেখানো কার্যবিধি	মূল্যায়ন
১. ছড়াগান গাইতে পারা।	১.১ নজরুল ইসলাম বাবু রচিত এবং খন্দকার নুরুল আলম সুরারোপিত ‘প্রিয় ফুল শাপলা ফুল’ ছড়া গানটি শুনবে, আবৃত্তি করবে এবং শিখবে। ১.২ সুর, হৃদয় ও তালের সজ্ঞা ছড়া গানটি গাইতে পারবে।	১.১.১ ছড়াগানটির সাথে পরিচিত হবে। ১.১.২ তালে তালে ছড়াগানটি আবৃত্তি করতে পারবে। ১.২.১ তালে এবং সুরে ছড়াগানটি গাইতে পারবে	১ম পাঠঃ শিক্ষক প্রথম শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট ছড়া গানটির প্রথম ৪ লাইন কবিতার আকারে শিক্ষার্থীদের পড়ে শোনাবেন। শিক্ষকের পড়ার সাথে সাথে শিক্ষার্থীরাও কবিতার আকারে বেশ কয়েকবার ছড়া গানের ওই লাইনগুলো আবৃত্তি করবে। ২য় পাঠঃ শিক্ষক আগের দিনের বলা ছড়া গানের প্রথম ৪ লাইন বেশ কয়েকবার নিজে কবিতার আকারে আবৃত্তি করবেন। পরে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে সাথে নিয়ে কবিতার আকারে ছড়া গানের ওই লাইনগুলো বেশ কয়েকবার আবৃত্তি করবেন। এ সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা ছড়া গানটির ওই অংশটুক ভালোভাবে আয়ত্ত্ব করতে পেরেছে সে রকম কয়েকজনকে বাছাই করে তাদেরকে ক্লাসের বাকী শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন এবং কবিতার আকারে ছড়া গানের ওই অংশ একত্রে আবৃত্তি করতে বলবেন। তাদের সাথে	

বিষয়ভিত্তিক প্রাথমিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনকল্প	শিখন-শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			<p>সাথে অন্যান্য শিক্ষার্থীরা বার বার ওই অংশটুকু আবৃত্তি করবে।</p> <p>৩য় পাঠ : মূল্যায়ন -</p> <p>৪র্থ পাঠ : শিক্ষক প্রথম শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট ছড়া গানটির প্রথম ৪ লাইনের সুর বেশ কয়েকবার শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন। পরে শিক্ষক তার সাথে সাথে গানটি কয়েকবার শিক্ষার্থীদের নিয়ে গাইবেন।</p>	<p>শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে কবিতার আকারে আবৃত্তি করানো প্রথম ৪ লাইন আলাদা আলাদাভাবে বলতে বলবেন। যারা ওই লাইনগুলো ঠিকমত আবৃত্তি করতে পারবে না তাদেরকে চিহ্নিত করবেন এবং নিজেসব সাথে আরও কয়েকবার আবৃত্তি করাবেন।</p>

বিষয়ভিত্তিক প্রাথমিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	নিখনফল	নিখন-শেখানো কার্যবিধি	মূল্যায়ন
			<p>যে পাঠ :</p> <p>শিক্ষক পূর্বের দিনের ছড়া গানটির প্রথম ৪ লাইন বেশ কয়েকবার সুরে গাইবেন এবং শিক্ষার্থীদের তার সাথে সাথে গাইতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা গানের সুরটি ভালোভাবে আয়ত্ব করতে পেরেছে সে রকম বেশ কয়েকজনকে বাছাই করবেন এবং তাদেরকে ক্লাসের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন এবং সুরে ওই অংশ গাইতে বলবেন। তাদের সাথে সাথে অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও সুরে গানের ওই অংশটি বেশ কয়েকবার গাইবে।</p> <p>উষ্ঠ পাঠ :</p> <p>মূল্যায়ন -</p>	<p>শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে আলাদাভাবে গানের প্রথম ৪ লাইন গাইতে বলবেন। যারা গানের ওই লাইনগুলো ঠিকমত সুরে গাইতে পারছে না তাদেরকে চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক নিজের সাথে তাদেরকে</p>

বিষয়ভিত্তিক প্রাথমিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনকল্প	শিখন-শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			<p>৭ম পার্ট :</p> <p>শিক্ষক প্রথম শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট ছড়া গানটির প্রথম অন্তরা কবিতার আকারে শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি করে শোনাবেন। শিক্ষকের পড়ার সাথে সাথে শিক্ষার্থীরাও কবিতার আকারে বেশ কয়েকবার ছড়া গানের ওই জাইনগুলো আবৃত্তি করবে।</p> <p>৮ম পার্ট :</p> <p>শুরুতে শিক্ষক প্রথম শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট ছড়া গানটির প্রথম অন্তরা শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে কয়েকবার আবৃত্তি করবেন। এরপর শিক্ষক গানের প্রথম অন্তরার সুর বেশ কয়েকবার শিক্ষার্থীদের গোয়ে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে কয়েকবার সুরে গানটির প্রথম অন্তরা গাইবেন।</p> <p>৯ম পার্ট :</p> <p>মূল্যায়ন -</p>	<p>বেশ কয়েকবার সুরে গানটি গাওয়াবেন।</p> <p>শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে অলাদাভাবে গানের প্রথম অন্তরা গাইতে বলবেন।</p>

বিষয়ভিত্তিক প্রাথমিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন-পেখানো কার্যবিধি	মূল্যায়ন
			<p>১০ম পাঠ :</p> <p>শিক্ষক প্রথম শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট ছড়া গানটির দ্বিতীয় অঙ্করা কবিতার আকারে শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি করে শোনাবেন। শিক্ষকের পড়ার সাথে সাথে শিক্ষার্থীরাও কবিতার আকারে বেশ কয়েকবার ছড়া গানের দ্বিতীয় অঙ্করাটি আবৃত্তি করবে।</p> <p>১১তম পাঠ :</p> <p>পাঠের শুরুতে শিক্ষক প্রথম শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট ছড়া গানটির দ্বিতীয় অঙ্করা শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে কয়েকবার আবৃত্তি করবেন।</p>	<p>যারা গানের প্রথম অঙ্করা চিকমতো সুরে গাইতে পারছে না তাদেরকে চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক নিজের সাথে তাদেরকে বেশ কয়েকবার সুরে প্রথম অঙ্করাটি গাওয়াবেন। ছড়া গানের স্মারী এবং প্রথম অঙ্করার সুর একই হওয়ায় শিক্ষার্থীরা সহজেই গানের অংশ দুইটি আয়ত্ত্ব করতে পারবে।</p>

বিষয়ভিত্তিক প্রাথমিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন-শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			<p>এরপর শিক্ষক গানের দ্বিতীয় অক্তারার সুর বেশ করেকবার শিক্ষার্থীদের গোয়ে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে করেকবার সুরে দ্বিতীয় অক্তারটি গাইবেন।</p> <p>১২ ভূম পাঠঃ</p> <p>মূল্যায়ন -</p>	<p>শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে আলাদাভাবে গানের দ্বিতীয় অক্তারটি গাইতে বলবেন। যারা গানের দ্বিতীয় অক্তারটি ঠিকমতো সুরে গাইতে পারছে না তাদেরকে চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক নিজের সাথে তাদেরকে বেশ করেকবার সুরে দ্বিতীয় অক্তারটি গাইয়াবেন। ছড়া গানের দ্বিতীয় অক্তারার সুর একই হওয়ায় শিক্ষার্থীরা গানের সম্পূর্ণ অংশ সহজেই আয়ত্ত্ব করতে পারবে।</p>

বিষয়ভিত্তিক প্রাথমিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনকল্প	শিখন-শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
২. জাতীয় সংগীত গাইতে পারা এবং গাইবার সময় সম্মান প্রদর্শন করতে পারা।	২.১ বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা..... বাজার বাঁশি' পর্যন্ত শুনবে। ২.২ জাতীয় সংগীতের প্রথম চার লাইন গাইতে পারবে।	২.১.১ জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা বাজার বাঁশি' পর্যন্ত পরিচিত হবে। ২.১.২ জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা বাজার বাঁশি' পর্যন্ত শুষ্প উচ্চারণে আবৃত্তি করতে পারবে। ২.২.৩ জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা বাজার বাঁশি' পর্যন্ত সুরে ও তালে গাইতে পারবে।	১৩ তম পার্ট : শিক্ষক বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের প্রথম চার লাইন কবিতার আকারে শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি করে শোনাবেন। শিক্ষকের পড়ার সাথে সাথে শিক্ষার্থীরাও কবিতার আকারে বেশ কয়েকবার বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের প্রথম চার লাইন আবৃত্তি করবে। এ সময় শিক্ষক জাতীয় সংগীত গাইবার সময় কি ভাবে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে হয় তা শিক্ষার্থীদের বলবেন এবং দেখিয়ে দেবেন। ১৪ তম পার্ট : শুরুতে শিক্ষক বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের প্রথম চার লাইন শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে কয়েকবার আবৃত্তি করবেন। এরপর শিক্ষক জাতীয় সংগীতের প্রথম চার লাইন সুর করে বেশ কয়েকবার শিক্ষার্থীদের গোয়ে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে কয়েকবার সুরে জাতীয় সংগীতের প্রথম ৪ লাইন গাইবেন। এ সময় তিনি জাতীয় সংগীত পরিবেশন কালে কি ভাবে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে হয় তা আবারও শিক্ষার্থীদের দেখিয়ে দেবেন।	

বিষয়ভিত্তিক প্রাথমিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনকল্প	শিখন-শেখানো কার্যবিবরণি	মূল্যায়ন
	২.৩ জাতীয় সংগীত গাইবার সময় সম্মান প্রদর্শন করতে পারবে।	২.৩.১ জাতীয় সংগীত পরিবেশন কালে কীভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে হয় তা দেখাতে পারবে।	<p>১৫ তম পাঠ :</p> <p>শিক্ষক বাহাদুরদেশের জাতীয় সংগীতের প্রথম ২ লাইন শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে বেশ কয়েকবার সুরে গাইবে। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা জাতীয় সংগীতের প্রথম ২ লাইনের সুর ভাগোভাবে আয়ত্ব করতে পেরেছে সে রকম বেশ কয়েকজনকে বাছাই করবেন এবং তাদেরকে ক্লাসের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন এবং সুরে জাতীয় সংগীতের প্রথম ২ লাইন গাইতে বলবেন। তাদের সাথে সাথে অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও সুরে জাতীয় সংগীতের ওই অংশটি বেশ কয়েকবার গাইবে। পাঠের শেষে তিনি আরও একবার জাতীয় সংগীত পরিবেশন কালে কিভাবে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে হয় তা আবারও শিক্ষার্থীদের দেখিয়ে দেবেন।</p> <p>১৬ তম পাঠ :</p> <p>শিক্ষক এই দিন পাঠের শুরুতে পুনরায় বাহাদুরদেশের জাতীয় সংগীতের প্রথম চার লাইন শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে বেশ কয়েকবার সুরে গাইবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা জাতীয় সংগীতের প্রথম ২ লাইনের সুর ভাগোভাবে</p>	

বিষয়ভিত্তিক প্রাথমিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনকল	শিখন-শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			<p>আয়ত্ব করতে পেরেছে সেরকম বেশ কয়েকজনকে বাছাই করবেন এবং তাদেরকে ক্লাসের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন এবং সূত্রে জাতীয় সংগীতের প্রথম ২ লাইন গাইতে বলবেন। তাদের সাথে সাথে অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও সূত্রে জাতীয় সংগীতের ভই অংশটি বেশ কয়েকবার গাইবে। ক্লাসের শেষে তিনি আবারও জাতীয় সংগীত পরিবেশন কালে কি তবে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে হয় তা শিক্ষার্থীদের দেখিয়ে দেবেন।</p> <p>১৭ তম পাঠঃ মূল্যায়ন -</p>	<p>শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের প্রথম দুই লাইন আলাদা আলাদা ভাবে গাইতে বলবেন। যারা জাতীয় সংগীতের প্রথম চার লাইন ঠিকমতো সূত্রে গাইতে পারে না তাদেরকে চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক</p>

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন-শেখানো কার্যাবলি	যুগ্মায়ন
<p>৩. আমাদের ভাইয়ের রক্তে রঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি’ শহিদ দিবসের গান গাইতে পারা।</p>	<p>৩.১ শহিদ দিবসের গানের প্রথম চর লাইন শুনবে। ৩.২ শহিদ দিবসের গানটির প্রথম চর লাইন গাইতে পারবে।</p>	<p>৩.১.১ শহিদ দিবসের গানের প্রথম চর লাইনের সাথে পরিচিত হবে। ৩.১.২ শহিদ দিবসের গানটি আবৃত্তি করতে পারবে। ৩.২.১ শহিদ দিবসের গানটির প্রথম চর লাইন গাইতে পারবে।</p>	<p>১৮ তম পার্ট : শিক্ষক শহিদ দিবসের গানের প্রথম চর লাইন বেশ করেকবার ছন্দে ছন্দে শিক্ষার্থীদের পড়ে শোনাবেন। শিক্ষকের পড়ার সাথে সাথে শিক্ষার্থীরাও শহিদ দিবসের গানের প্রথম চর লাইন ছন্দে ছন্দে পড়বে। ১৯ তম পার্ট : পার্ঠের শুরুরে শিক্ষক শহিদ দিবসের গানের প্রথম চর লাইন শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে করেকবার ছন্দে ছন্দে পড়বেন। এরপর শিক্ষক শহিদ দিবসের গানের প্রথম চর লাইন</p>	<p>তাদেরকে বেশ করেকবার সঠিক সুরে জাতীয় সংগীতের প্রথম চর লাইন গাওয়াবেন। এ সময় তিনি জাতীয় সংগীত পরিবেশন কালে কিভাবে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে হয় তাও শিক্ষার্থীদের দেখাতে বলবেন।</p>

বিষয়ভিত্তিক প্রাথমিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিক্ষনক্ষা	শিখন-শেখানো কার্যবিধি	মূল্যায়ন
			<p>সূরে বেশ কয়েকবার শিক্ষার্থীদের গোয়ে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে কয়েকবার শহিদ দিবসের গানের প্রথম চার লাইন গাইবেন।</p> <p>২০ তম পাঠ :</p> <p>শিক্ষক শহিদ দিবসের গানের প্রথম চার লাইন শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে বেশ কয়েকবার সূরে গাইবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা শহিদ দিবসের গানের প্রথম চার লাইনের সুর ভালোভাবে আয়ত্ব করতে পেরেছে সে রকম কয়েকজনকে বাছাই করবেন এবং তাদেরকে ক্লাসের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন। ভালোভাবে শহিদ দিবসের গানের প্রথম ৪ লাইন আয়ত্ব করা শিক্ষার্থীরা সূরে শুই অংশটি গাইবে এবং তাদের সাথে সাথে অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও সূরে শহিদ দিবসের গানের শুই অংশটি গাইবে।</p> <p>২১ তম পাঠ :</p> <p>মূল্যায়ন -</p>	<p>শহিদ দিবসের গানের প্রথম চার লাইন</p>

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনকল্প	শিখন-শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
৭. উদ্দীপনামূলক গান গাইতে পারা।	৭.১ উদ্দীপনামূলক গান ‘চল চল’ চল’ গানটির প্রথম চার লাইন শুনবে, আবৃত্তি করতে পারবে এবং গাইতে পারবে।	৭.১.১ ‘চল চল চল’ উদ্দীপনামূলক গানটির প্রথম চার লাইনের সাথে পরিচিত হবে। ৭.১.২ উদ্দীপনামূলক গান ‘চল চল’ চল’ প্রথম চার লাইন ভালো ভালে শৃঙ্খ উচ্চারণে আবৃত্তি করতে পারবে।	২২ তম পাঠ : শিক্ষক উদ্দীপনামূলক গানটির প্রথম চার লাইন বেশ করেকবার কবিতার আকারে আবৃত্তি করে শিক্ষার্থীদের শোনাবেন। শিক্ষকের সাথে সাথে শিক্ষার্থীরাও উদ্দীপনামূলক গানের প্রথম চার লাইন আবৃত্তি করবে। ২৩ তম পাঠ : পাঠের শুরুতে শিক্ষক উদ্দীপনামূলক গানটির প্রথম চার লাইন শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে করেকবার আবৃত্তি করবেন। এরপর শিক্ষক উদ্দীপনামূলক গানটির প্রথম চার লাইন সুরে বেশ করেকবার শিক্ষার্থীদের গোয়ে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে করেকবার উদ্দীপনামূলক গানটির প্রথম চার লাইন গাইবেন।	ঠিকমত সুরে গাইতে পারছে না তাদেরকে চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক তাদেরকে বেশ করেকবার সুরে শহিদ দিবসের গানের প্রথম চার লাইন গাওয়াবেন।

বিষয়ভিত্তিক প্রাথমিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনকাল	শিখন-শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
		৭.১.৩ 'চল চল চল' উদ্দীপনামূলক গানের প্রথম চর লাইন সুরে ও ভাগে গাইতে পারবে।	<p>২৪ তম পাঠ :</p> <p>শিক্ষক উদ্দীপনামূলক গানটির প্রথম চরলাইন শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে বেশ কয়েকবার সুরে গাইবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা উদ্দীপনামূলক গানটির প্রথম চর লাইনের সুর ভালোভাবে আয়ত্ব করতে পেরেছে সেরকম কয়েকজনকে বাছাই করবেন এবং তাদেরকে ক্লাসের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মুখে মুখি দাঁড় করাবেন। ভালোভাবে উদ্দীপনামূলক গানটির প্রথম চর লাইন আয়ত্ব করা শিক্ষার্থীরা সুরে ওই অংশটি গাইবে এবং তাদের সাথে সাথে অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও সুরে উদ্দীপনামূলক গানের ওই অংশটি গাইবে।</p> <p>২৫ তম পাঠ :</p> <p>মূল্যায়ন -</p>	<p>শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে উদ্দীপনামূলক গানটির প্রথম চর লাইন আলাদা আলাদা ভাবে গাইতে বলবেন। যারা উদ্দীপনামূলক গানটির প্রথম চর লাইন ঠিকমতো</p>

বিষয়ভিত্তিক গ্রাফিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনমূল্য	শিখন-শেখানো কার্যবিবরণি	মূল্যায়ন
			<p>২৬ তম পাঠ :</p> <p>এই পাঠে শিক্ষক ‘প্রিয় ফুল শাপলা ফুল’ ছড়া গানটিতে আমাদের মাতৃভাষা, জাতীয় ফল, জাতীয় ফুল, জাতীয় পশু, জাতীয় পাখী ও জাতীয় মাহের কথা বলা হয়েছে তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন। পরে শিক্ষক ক্লাসের সকল শিক্ষার্থীকে সাথে নিয়ে বেশ কয়েকবার ছড়া গানটি গাইবেন।</p> <p>২৭ তম পাঠ :</p> <p>এই পাঠে শিক্ষক জাতীয় সংগীত কি তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন। পরে শিক্ষক জাতীয় সংগীতের রচয়িতা ও সুরকার কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষক নির্দেশিকায় প্রদত্ত ছবিটি দেখাবেন এবং তার সম্পর্কে আলোচনা</p>	<p>সুরে গাইতে পারছে না তাদেরকে চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক তাদেরকে বেশ কয়েকবার সুরে উদ্দীপনামূলক গানটির প্রথম চার লাইন গায়াবেন।</p>

বিষয়ভিত্তিক প্রাথমিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনকল্প	শিখন-শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			<p>করবেন। এ সময় শিক্ষক জাতীয় সংগীত পরিবেশন কালে কেনো এবং কীভাবে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে হয় তা বলবেন ও দেখিয়ে দেবেন।</p> <p>২৮ তম পাঠ :</p> <p>এই পাঠে শিক্ষক জাতীয় সংগীতের প্রথম ২ লাইন সুরে শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে গাইবেন। পরে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে বেশ কয়েকবার জাতীয় সংগীতের প্রথম দুই লাইন গাওয়াবেন এবং কীভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে হয় তাও দেখাতে বলবেন।</p> <p>২৯ তম পাঠ :</p> <p>এই পাঠে শিক্ষক শহিদ দিবস কি তা শিক্ষার্থীদের বলবেন। পরে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে বেশ কয়েকবার শহিদ দিবসের গানের প্রথম চার লাইন গাইবেন এবং পরে শিক্ষার্থীদের দিয়ে বেশ কয়েকবার এই অংশটি গাওয়াবেন।</p> <p>৩০ তম পাঠ :</p> <p>এই পাঠে শিক্ষক উদ্দীপনামূলক গানের রচয়িতা ও সুরকার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের শিক্ষক নির্দেশিকায় প্রদত্ত ছবিটি</p>	

বিষয়ভিত্তিক প্রাথমিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনক্ষমতা	শিখন-শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			<p>দেখাবেন এবং তার সম্ভার্ক আলোচনা করবেন। এ সময় শিক্ষক উদ্দীপনামূলক গানের প্রথম চার লাইন বেশ করেকবার শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে গাইবেন এবং তাদেরকে দিয়ে বেশ করেকবার এই অংশটি গাওয়াবেন।</p> <p>৩১ ও ৩২ ভম পাঠ :</p> <p>শিক্ষক এই পাঠ দুইটিতে শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষক নির্দেশিকায় প্রদত্ত অতি পরিচিত দুইটি বাদ্যযন্ত্র অর্থাৎ হারমোনিয়াম ও তবলার ছবি দেখাবেন। তিনি বাদ্যযন্ত্র দুইটির ব্যবহার সম্ভার্ক শিক্ষার্থীদের কিছুটা ধারণা দেবেন। সময় থাকলে শিক্ষার্থীদের দিয়ে এই শ্রেণিতে শেখানো সবকটি গানেরই পুনরাবৃত্তি করাবেন।</p>	